দেবশ্রী চিত্রপীঠের

সতেরো বছর পরে

4-2-49

— দেবশ্রী চিত্রপীঠের সশ্রদ্ধ নিবেদন —

সতেরো বছর পরে

কাহিনী — মণিকা দে বি, এ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — গিরীন চৌধুরী, বীরেন দাশ

গীতিকার — গোপাল ভৌমিক, সমীর ঘোষ

সুরশিল্পী — বিনয় গোস্বামী

চিত্রশিল্পী : মুরারী ঘোষ ও সুবোধ বন্দ্যোঃ

শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরানী ও সন্তু বোস

সম্পাদনা : প্রণব মুখার্জ্জী

শিল্পনির্দ্দেশ : বিজয় বোস

ব্যবস্থাপক : কালী চৌধুরী

প্রধান যন্ত্রী — গৌর দাশ

ঃ সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় — সমীর ঘোষ

চিত্রশিল্পে — বিমল চৌধুরী, অনিল ঘোষ, গণেশ বোস

সম্পাদনায়— ধনঞ্জয় দাশ :: ব্যবস্থাপনায় — রবীন দে

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে

আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

চিত্রনির্ম্মাণে সহযোগিতার
জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন:

নোবেল ফার্ম্মেসী ঃ মল্লিকের ব্যায়ামাগার
শিবালয় সন্ধানী মেলা

পরিবেশক

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

★

রূপ দিয়েছেন যাঁরা

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা

রেণুকা রায়

অমিতা বসু

রমা দেবী

বেলা দেবী

তারা ভাদুড়ী

ঊষা, মঞ্জুশ্রী, হাসি।

এবং

নীতীশ মুখার্জ্জী

সন্তোষ সিংহ

শিবশঙ্কর

বেচু সিংহ

তুলসী চক্রবর্ত্তী

নৃপতি চ্যাটার্জ্জী

শৈলেন পাল

কৃষ্ণকিশোর, দাদু, মাষ্টার

কেশব রায়

বেণু মিত্র

মণি চক্রঃ

মাঃ কাবুল ও

আরো অনেকে।

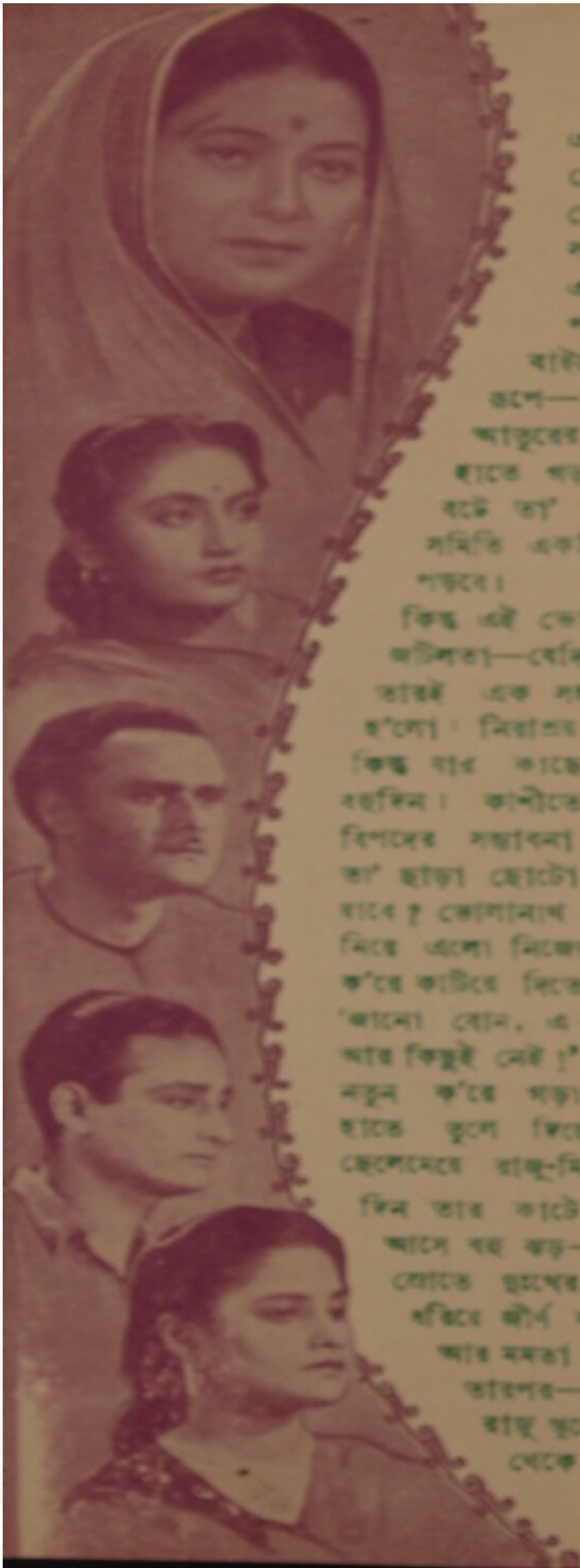

চিত্র-কাহিনী

একটি মানুষের জীবনে দুটি ভিন্নধর্মী রূপ যে থাকতে পারে তা' প্রত্যক্ষ করা যায় ভোলানাথের ক্ষেত্রে। কাশী ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার সে। সেই নীরস একঘেঁয়ে জীবনই হয়তো তার একমাত্র পরিচয় হ'তো—কিন্তু অফিসের কর্মব্যস্ততার বাইরে তাঁ'কে প্রতিদিন দেখা যায় আর এক রূপে—খ্যাতিআকাঙ্ক্ষাহীন সাধকের মতো অনাথ আতুরের সেবায় আত্মবিস্মৃত। তারই নিজের হাতে গড়া ছোট্টো 'জন কল্যাণ সমিতি'। ছোট্ট বটে তা' আজ, কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে জনকল্যাণ সমিতি একদিন বিরাট হ'য়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু এই ভোলানাথের একক জীবনে এলো নাটকের জটিলতা—যেদিন দু'টি শিশুর হাত ধরে একটি মেয়ে তারই এক সহকর্মীর খোঁজে ষ্টেশনে এসে হাজির হ'লো। নিরাশ্রয় অবস্থায় মেয়েটির এই শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু যার কাছে এসেছিল তিনি বদলী হয়ে গেছেন বহুদিন। কাশীতে নূতন লোকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে—বদলোকেরও অভাব নেই। তা' ছাড়া ছোট্টো দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কী ক'রে যাবে? ভোলানাথ মনে মনে দ্বন্দ্বের অবসান ক'রে তাঁ'দের নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে। সে একা মানুষ যেমন-তেমন ক'রে কাটিয়ে দিতে পারবে। পদ্মাকে ডেকে বলে সে 'জানো বোন, এ সংসারে ভাই-বোনের চেয়ে মিষ্টি সম্বন্ধ আর কিছুই নেই!'

নতুন ক'রে গড়া সংসারে সব কিছুই নতুন বোনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় ভোলানাথ। পদ্মার ছেলেমেয়ে বাচ্চু-মিলা তাঁ'রই ভাগ্নে-ভাগ্নী—তাদের নিয়ে দিন তার কাটে ভালোই। তবু এরই মাঝে নেমে আসে বহু ঝড়—হয়তো তা'র ধর্মই সুখের অবিচ্ছিন্ন স্রোতে দুঃখের ঘূর্ণি তোলা। তবু তারা পারেনা ফাটল ধরিয়ে জীর্ণ করতে সে সংসারকে। ভোলানাথ স্নেহ আর মমতা দিয়ে ঘিরে রাখে তাকে।

তারপর—অর্থাৎ কয়েক বছর পরে যবনিকা ওঠে। বাচ্চু স্কুলে পড়ে। একদিন অশ্রুসজল চোখে স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ী আসে বাচ্চু,

ধরা গলায় বলে : আমার বাবা কোথায় মা? তাঁর নাম কী?— পদ্মা চমকে ওঠে —প্রশ্ন এড়াতে চায়, বলে : কেন রাজু আমি কী তোদের কেউ নই? অভিমানে আরো ধ'রে আসে রাজুর গলা : ভোলানাথের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে ব'লে সবাই আমায় খেপায়, বাবার নাম জানিনা ব'লে কত অপমান ক'রে!

কেন পদ্মা তার অতীত জীবনকে লুকিয়ে রাখতে চায়? সেই কী তাদের একমাত্র পরিচয় তাহ'লে? সময়ের আবর্ত সব পিছনে রেখে সতেরো বছর পরে তার ঘূর্ণি থামায়। কলেজ থেকে ফেরবার পথে একদিন রাজু-মিলার আলাপ হয় ডাঃ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষালের সঙ্গে। কাশীতে এসেছিলেন তাঁরই লেখা ফিল্মের ছবি 'জীবন-কাহিনী'র বহির্দৃশ্য তুলতে। রাজু-মিলা মুগ্ধ হয় তাঁর ব্যবহারে। ডাঃ ঘোষালেরও মনে হয় ওরা দু'টিতে যেন তাঁর ছবিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে ব'লেই তিনি তাঁর 'জীবন-কাহিনী' লিখেছেন। তিনি প্রস্তাব করে বসেন। আপত্তি আসে ভোলানাথের তরফ থেকে। কিন্তু ডাঃ ঘোষালের ছবির ব্যবস্থাপক কল্পনাময় চতুর লোক, হাল ছাড়ে না।

জনকল্যাণ সমিতির বিরাট স্বার্থের দিকে চেয়ে আপত্তি টেঁকে না ভোলানাথ আর পদ্মার। ছবির কাজ সুরু হবে ক'লকাতায়। ভোলানাথ পদ্মা আর রাজু-মিলাকে নিয়ে আসে সেখানে।

রিহার্সালে সংলাপ বলার কালে কী যে খুঁজে পান ডাঃ ঘোষাল! উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে এগিয়ে আসেন মিলার দিকে, .বলেন : 'বলো, একথা এমন ক'রে বলতে কে তোমাকে শিখিয়েছে!' মিলা বলে : কেউ শিখায়নি তো, আমি নিজেই—'ডাঃ ঘোষাল আরো এগিয়ে আসেন : না—না, এ তোমার নিজের নয় — তোমার মুখ, তোমার চোখের দৃষ্টি, তোমার কণ্ঠস্বর — কিছুই তোমার নিজের নয়! বলো, কোথা থেকে পেয়েছো, কে দিয়েছে তোমায় ঐ মুখ, ঐ চোখ, ঐ কণ্ঠস্বর!

ডাঃ ঘোষালের কেন এই আত্মবিস্মৃতি— এই উত্তেজনা? কা'র জীবন কাহিনী রয়েছে তাঁর ছবির অন্তরালে! এ প্রশ্নের উত্তরেই তৈরী হ'য়েছে আমাদের চিত্র-নাট্য।

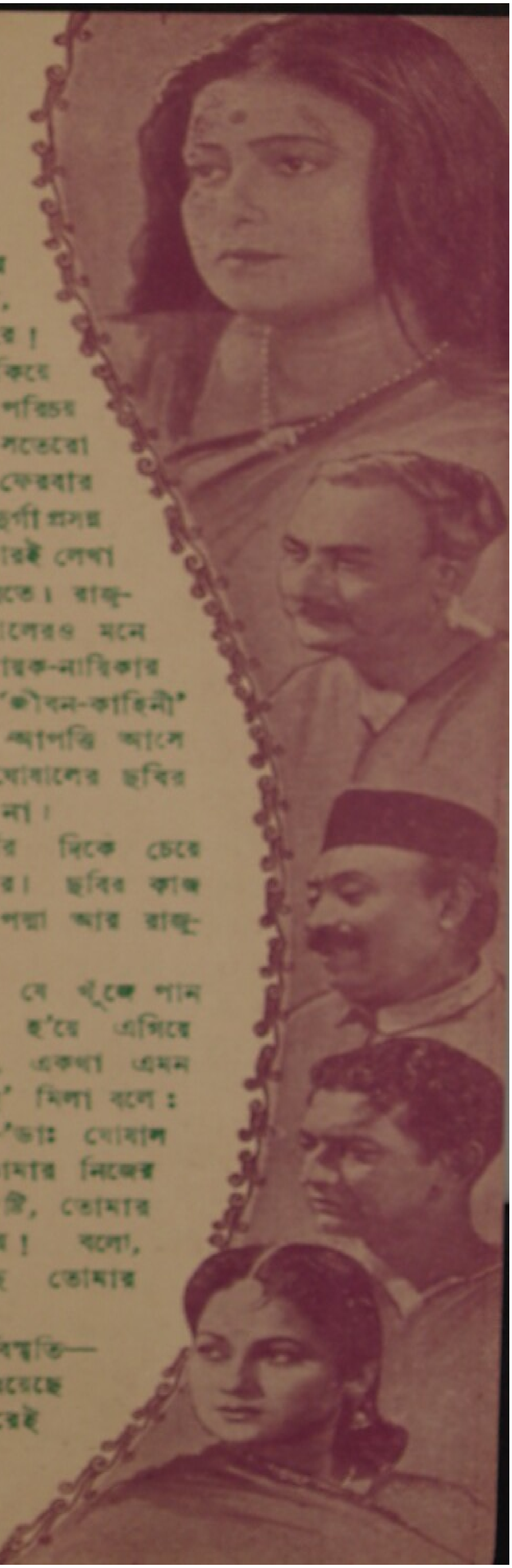

(১)

মরমের ব্যথা কারে বলি বল
সহন হইল দায়—
বঁধুর লাগিয়া জীবন আমার
জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়।
সে নিঠুর তবু দেখেনা ফিরিয়া
নামে যে বিরহ আমারে ঘিরিয়া—
আঁধার গহনে পথ চলি একা
আমি অতি নিরুপায়।
আমি যত তার কাছে যেতে চাই
সে যে যায় তত দূরে—
শুধু শুনি তার নূপুরের ধ্বনি
আমার হৃদয়পুরে।
জানিনা জীবনে ঠাঁই পাব কিনা
তাহার চরণ ছায়।

—গোপাল ভৌমিক

(২)

হাতে হাত দিয়ে চলি আমরা সবাই
নূতন যুগের গান গাই।
গোলায় গোলায় ধান
মাঠে রাখালিয়া গান
আনন্দেতে মেতে আছে সারা দেশটাই।
আমাদের বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ,
রামমোহনেরে মোরা করি প্রণিপাত।
বিবেকানন্দ হাসে
বিদ্যাসাগর পাশে
সকলেরে প্রণাম জানাই।
আমাদের নেতা বীর গান্ধী সুভাষ
জীবনে আনিল নব ভাবের বিকাশ।
মুক্ত স্বাধীন দেশে
সকলেরে ভালবেসে
করি মোরা সেই সাধনাই।

—গোপাল ভৌমিক

(৩)

মাটির পৃথিবী কাঁদে
তোমার দুয়ারে আসি।
তুমি কি নেবেনা তারে
নেবেনা কি ভালবাসি।

যত রূপরসগান
তোমারে করিতে দান
জীবনের পথে জাগে
অনুরাগ আলো হাসি॥

বেদনা তিমির কেন
রাখে তব দিন ঢাকি—
কেন অকারণে শুধু
নিজেরে দাও ফাঁকি।

মিলন রাখিটি মম
হাতে বেঁধে প্রিয়তম
আমিত মুছাতে চাই
তোমার বেদনা রাশি॥

—গোপাল ভৌমিক

(৪)

চিরদিন আমি গান গেয়ে যাব
ধুলার ধরণীতে—
সবার বেদনা তুলে নেবো বুকে
দুঃখ ভুলাইতে॥

আমার গানের স্বপ্ন ছোঁয়ায়
নূতন জীবন সবে যেন পায়,
অশ্রু সবার যেন মুছে যায়
সকলের হাসিতে॥

আমার সাথীর ছায়া আলপনা
সকল সাথীর মুখে,
এ জীবনে মোর সঞ্চয় তাই
রয়েছে সবার বুকে।

নাই কিছু নাই তাইত আমার—
সকলে আমার, আমি যে সবার—
নূতন স্বর্গ স্বপ্নে গড়ার
আলো যে চাই দিতে॥

—সমীর ঘোষ

কয়েকখানি আগামী ছায়াচিত্র-

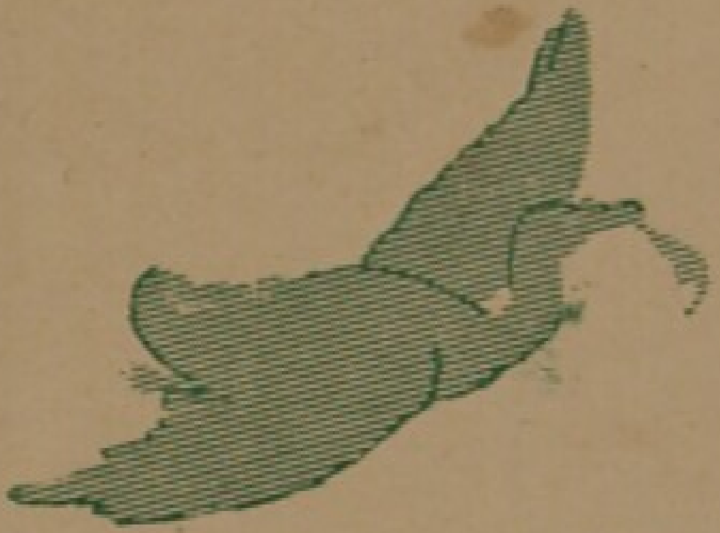

ডি-লুক্স পিকচার্সের-

সমর্পণ

শ্রেঃ অনুভা • কমল • নরেশ মিত্র
পরিচালনা : নির্মল তালুকদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

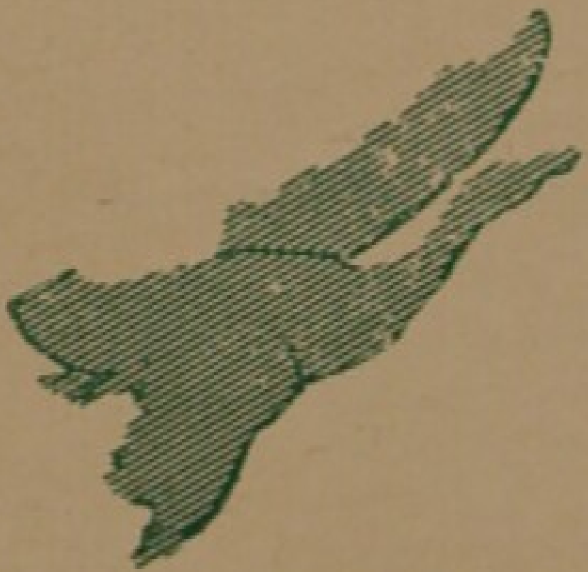

এম • পি • প্রোডাকসন্সের-

বিদুষী-ভার্য্যা

শ্রেঃ মলয় রায় • পরেশ বন্দ্যোঃ
পরিচালনা ; নরেশ মিত্র

নরেশ মিত্রের পরিচালনায়
মধুচক্র প্রোডাকসন্সের

[illegible]

একমাত্র পরিবেশক :
ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

সৌন্দর্য্যের পূর্ণতায়—

আভরণের প্রয়োজনীয়তা চিরন্তন।
মনোরম আভরণ নারীর সৌন্দর্য্যকে নন্দিত করে তোলে। সেই
জন্য আভরণ রচনা কুশলী এম, বি, সরকারেই সম্ভব।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরকব্যবসায়ী

১২৪, ১২৪/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন - বি, বি, ১৭৬১

শাখা

বালিগঞ্জ — হিন্দুস্থান মার্ট

১৫৯-১বি, রাসবিহারী এভিনিউ • পি, কে, ২৩৭৯ এক্সটেনসন — ১

C. S.

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য— ৵০ দুই আনা মাত্র